দৈনিক বাংলা

তারিখ 1 APR 1987
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

প্রবাসে শিক্ষক ঃ পরীক্ষার ফল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট একটি ট্রাইব্যুনাল গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই ট্রাইব্যুনাল গঠন হবে যেসব শিক্ষক ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্মকর্তারা ছুটি শেষে কাজে যোগদান করেন নি তাদের জন্য। ট্রাইব্যুনাল সম্পর্কে বিস্তারিত অন্য কোন খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়নি। তবে এই ট্রাব্যুনোল যে একটি দুঃখজনক পরিস্থিতির অনিবার্য পরিণতি, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যতদূর জানা গেছে, অধিকাংশ শিক্ষক উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ গিয়েছেন। প্রয়োজনীয় অনুমতি নিয়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে। নির্দিষ্ট সময় শেষে তাদের দেশে ফেরার কথা।

কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে দেশে ফেরার প্রশ্নটি গৌণ হয়ে দেখা দিয়েছে। একথা মেনে নিতে আপত্তি নেই যে অনিবার্য কারণে হয়ত অনেকে সময়মত ফিরতে পারছেন না। কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, অনেকেই ফিরবেন না বলেই বিদেশ যাত্রা করেছেন। নিজেদের এই মানসিকতা ঢাকবার জন্য দেশে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধার কথা তুলছেন। অনেকে আবার দেশে ফিরেও বিদেশে যাবার চেষ্টা করছেন। তাদের অধিকাংশের কাছে দেশের পরিস্থিতি নাকি অনুকূল নয়। এখানে মূল কথা হচ্ছে ঃ যদি কেউ চিরতরে বিদেশ যেতে চান তারা বলে কয়ে যেতে পারেন। এমনি করে নিজেদের তথা-কথিত উচ্চশিক্ষার জন্য দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করবেন না।

বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট কর্তৃক গঠিত এই ট্রাইব্যুনাল কি পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন তা বলা কঠিন। তবে এই সঙ্গে আরেকটি ট্রাইব্যুনাল গঠন প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে অনেক মহলের ধারণা। এই ট্রাইব্যুনাল গঠন করা প্রয়োজন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল প্রকাশ নিয়ে। গত কয়েক বছর ধরে লক্ষ্য করা যাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে ফল প্রকাশের ব্যাপারে কোন সময়সীমা মানা হচ্ছে না। গত আগস্ট মাসে গৃহীত ডিগ্রি পরীক্ষার ফল কবে প্রকাশিত হবে কেউ জানে না। আশা করব বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট এ ঘটনাটা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করবেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।